:বৈরাম খাঁ'র অভিভাবকত্ব ও পদচ্যুতি :

দিল্লীর সিংহাসনে আকবরের অধিষ্ঠানের সঙ্গে বৈরাম খাঁ'র নামটি ওতপ্রতভাব জড়িত। কিশাোর আকবর , যখন দিল্লী থেকে বহুদূরে গুরুদাসপুর সীমান্তে (পাঞ্জাব) স্থানীয় গভর্নরের বিদ্রোহদমনে ব্যস্ত , তখন আকস্মিক তার পিতা তথা মুঘল সম্রাট হুমায়ুন এক দুর্ঘটনায় মারা যান। দিল্লীর সিংহাসনে তখনও মুঘলের বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী আফগানরা ছাড়াও বহু ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তখন দিল্লীর কর্তৃত্ব দখলের জন্য লালায়িত ছিলেন। মধ্যযুগের নিয়মানুযায়ী যার তরবারি সবচেয়ে দীর্ঘ ও ধারাল সিংহাসন তারই করায়ত্ব হবে। স্বভাবতই কিশাোর আকবরের পক্ষে এই আকস্মিক রাজনীতির সংকটের মোকাবিলা করা সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল মূলত আকবরের অভিভাবক বৈরাম খা'র বুদ্ধিমত্তা ও প্রচেষ্টায়।

বৈরাম খাঁ ছিলেন পারস্যের বাদাখশান অঞ্চলের অধিবাসী। হুমায়ুনের রাজনৈতিক সংকটকালে তিনি মুঘলের চাকরি নেন। কনৌজের যুদ্ধে আফগানদের প্রতিহত করে মুঘল – কর্তৃত্ব রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেন বৈরাম। কিন্তু তার সব চেষ্টা বিফল হয়। বৈরাম আফগানদের হাতে বন্দী হন এবং হুমায়ুন রাজ্যচ্যুত হন। এই সময় হুমায়ুন অমরকোটের রানার সহায়তায় সিন্ধু অঞ্চল দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থ হন। এই ভাগ্যবিপর্যয়ের মুহূর্তে বৈরাম আবার হুমায়ুনের সাথে মিলিত হন। বৈরামের পরামর্শে হুমায়ুন সিন্ধুর শাসক শাহ হুসেনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং সিন্ধুরাজের সহায়তায় কান্দাহারের পথে অগ্রসর হন।

পারস্যের সাফাভি বংশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে বৈরাম পারদর্শিতা দেখান। কৃতজ্ঞ হুমায়ুন কান্দাহার দখল করে বৈরাম খাঁ'কে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করেন। বৈরামের কূটনৈতিক দৌত্যের ফলে কাবুলে হুমায়ুন একটা ভিত খুঁজে পান। স্থানীয় অভিজাত ও আঞ্চলিক শাসকবর্গ হুমায়ুনের প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করেন। হুমায়ুন কর্তৃক কাবুল অভিযানের সময় তাঁর ভ্রাতা কামরান এবং কিছু মুঘল অভিজাত সমস্যা তৈরি করলে বৈরাম খাঁ দ্রুত কাবুলে উপস্থিত হয়ে সংকটের অবসান ঘটান। অতঃপর পারস্যের শাহ তহমাস্প - এর সহায়তায় হুমায়ুন তার পিতার ভারতীয় সাম্রাজ্য পুনর্দখল করতে সচেষ্ট হলে বৈরাম খাঁ চরম বিশ্বস্ততা , বিচক্ষণতা ও উদ্যোগ – সহ হুমায়ুনের পাশে এসে দাঁড়ান। একদা কনৌজের প্রান্তরে যে আফগান - শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে দিল্লীতে মুঘল - কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছিল ; সেই আফগানদের সিরহিন্দের যুদ্ধে পরাজিত করে বৈরাম ও হুমায়ুন যৌথ উদ্যোগে আবার মুঘল - ভারতীয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

বৈরাম খা'র বিশ্বস্ততা , বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্ব হুমায়ুনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । তাই তিনি নিজের জীবকালেই তার পুত্র আকবরের অভিভাবক পদ থেকে মুনিম খাঁ'কে সরিয়ে বৈরাম খাঁ কে নিযুক্ত করেন । বৈরাম খাঁ তার প্রভুর আস্থার যথাোচিত মর্যাদা দেন । হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে বৈরাম বিজ্ঞ রাজনীতিকের মত সত্বর পাঞ্জাবে আকবরের অভিষেক সম্পন্ন করে তাকেই 'দিল্লীর সম্রাট ' বলে ঘাোষণা করেন । স্মিথের ভাষায় - এই কাজ দিল্লীর সিংহাসনে আকবরের দাবিকে ' কাগজে - কলমে' প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র ; দিল্লীর প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা তখন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে । একাধিক বিরোধী শক্তি তখন দিল্লীর সিংহাসন দখলের জন্য প্রস্তুত । কিন্তু বৈরাম খাঁ প্রকৃত অভিভাবকের মতই তার বিচক্ষণতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা দ্বারা সেই সংকটের অবসান ঘটান ।

১৫৫৬ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৈরাম খাঁ আকবরের অভিভাবক হিসেবে ও সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা পান । তিনি 'ভকিল ' পদে আসীন হন এবং ' খান - ই - খানান ' উপাধি লাভ করেন । বৈরামের ইচ্ছানুসারে পারস্যের প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং উদারপন্থী ধর্মতত্ত্ববিদ আব্দুল লতিফ আকবরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , আব্দুল লতিফ ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও কবি ফৈজীর পিতা । এঁদের সংস্পর্শে আসার ফলে আকবরের মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন ।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বৈরাম খাঁর নেতৃত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলাোচনা করেছি । হিমু আকবরের সামনে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিলেন , তার গুরুত্ব সম্পর্কে বৈরাম সচেতন ছিলেন । তাই বিনাযুদ্ধে হিমুকে দিল্লী ছেড়ে দেবার জন্য বৈরাম তার্দিবেগকে হত্যা করেন । তার এই কাজ নানা দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে । আপাতভাবে একথা সত্য যে , দিল্লী একবার হাতছাড়া হলে ভারতে রাজনৈতিক জীবনে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয় , তা অন্য কোন অঞ্চলের ক্ষেত্রেই হয় না । মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র শরীরের নিয়ন্ত্রক , তেমনি দিল্লীর কর্তৃত্বও মধ্যযুগে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত । স্বভাবতই দিল্লীর কেল্লাদারের ব্যর্থতা বৈরাম খাঁর ধৈর্য্যচ্যুতির পক্ষে যথেষ্ট ছিল । অতঃপর বৈরাম পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন এবং পানিপথের প্রান্তরে হিমুকে পরাজিত ও হত্যা করে এবং আদিল শাহকে বিতাড়িত করে চরম বিপর্যয় থেকে মুঘল রাজসিংহাসনকে রক্ষা করেন । পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর ইব্রাহিম লাোদীকে পরাস্ত করে দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনের ওপর আফগানদের দাবির বৈধতা তিনি নস্যাৎ করতে পারেননি । তাই দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য ছিল অস্থির ও অনিশ্চিত । কিন্তু বৈরাম খাঁ পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে দিল্লীতে মুঘল শাহীর ভাগ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তি দেন । তাই পানিপথের প্রথম যুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় যুদ্ধ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ অতঃপর মুঘল রাজ্যকর্তৃত্বের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান - শক্তি ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল । আদিল শাহ

বাংলার সুলতান খিজির খাঁর হাতে নিহত হন । সিকন্দার শূর বৈরামের আক্রমণের চাপে । আত্মসমর্পণ করে রেহাই পান । লাহর ও মুলতান দখল করে উত্তর - পশ্চিম সীমান্তে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটাই সহজ করে দেন বৈরাম । ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরের শাসককে বিতাড়িত করে বৈরাম মুঘলের জন্য রাজপুতানার দরজা খুলে দেন । অতঃপর বৈরামের বাহিনী সম্বল ও কাল্পি জয় করার পর জৌনপুর আক্রমণ করে । জৌনপুরের আফগান শাসক ইব্রাহিম শূর পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পালিয়ে যান এবং জীবনের বাকী দিনগুলি সেখানেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হন।ইব্রাহিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুঘলের বিরুদ্ধে আফগানদের প্রতিরধের শেষ সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যায় । ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভেদ্য গাোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করে বৈরাম খ গোয়ালিয়রের আফগান শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করেন । ফলে সমগ্র উত্তর - ভারতের ওপর মুখ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় । বৈরাম খাঁ রণথম্ভোর ও মালবের বিরুদ্ধে অভিযান চালান । কিন্তু দুটি রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি চূড়ান্ত সাফল্য পাননি ।

দু - একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অভিভাবক হিসেবে বৈরাম খাঁর কার্যকালের (১৫৫৬-৬০ খ্রঃ) সম্পূর্ণটাই ছিল কৃতিত্ব ও সাফল্যমণ্ডিত । ঐতিহাসিক রিচার্ডসন ' New Cambridge History of India'- তে বৈরাম খাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করে বলেছেন যে , " বৈরাম খাঁর আকবরের শক্তিকে গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন । " তকালীন উত্তর – ভারত বা তথাকথিত হিন্দুস্তানের শক্তির কেন্দ্র ছিল আগ্রা , দিল্লী , লাহাোর , জৌনপুর ও গাোয়ালিয়র । এইসকল স্থান দখল করে তিনি ভবিষ্যতে আকবর কর্তৃক জাতীয় ' ভারত - রাষ্ট্র গঠনের' সম্ভাবনা তৈরি করে।

এইভাবে বৈরাম খানের শাসনকালে তাঁর বিচক্ষণতার ফলে আকবরের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয় । কাবুল থেকে জৌনপুর এবং পাঞ্জাব থেকে আজমীর পর্যন্ত আকবরের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় ।

বৈরাম খান কিন্তু বেশিদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন নি । মোগল দরবারের সুন্নী ও তুরানী অভিজাতরা বৈরামের বিরুদ্ধে ঘাোর অসন্তুষ্ট ছিলেন । কারণ বৈরাম ছিলেন শিয়া ও পারসিক । তাঁর বিরুদ্ধে দরবারে গাোপন ষড়যন্ত্র দেখা দেয় । কিছু অভিজাত ও অন্দরমহলে প্রভাবশালী ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল । ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর ' আকবরনামায় ' বলেছেন যে , বৈরাম খান হাতে সর্বময় ক্ষমতা পেয়ে স্বৈরাচারী ও অহঙ্কারী হয়ে পড়েন । তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অসহনীয় হয়ে ওঠে । এমনকি বৈরাম স্বয়ং আকবরের পারিবারিক খরচার বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে দেন । সরকারি হস্তী বাহিনীর দায়িত্ব বৈরাম , আকবরের হাত থেকে কেড়ে নেন । এই সকল কারণে আকবর তার অভিভাবক ও প্রতিনিধির সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেন । এছাড়া মাোগল দরবারে সুন্নীগাোষ্ঠী মনে করতেন যে , বৈরাম নিজ আত্মীয় এবং শিয়া ধর্মাবলম্বীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান । তিনি সুন্নী অভিজাতদের নায্য মর্যাদা ও বিভিন্ন পদ থেকে বঞ্চিত করেন । তারা আশঙ্কা করেন যে , বৈরাম শেষ পর্যন্ত সুন্নী ধর্মমতকে দমিয়ে শিয়া ধর্মমতকে প্রাধান্য দেবেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি শিয়া

ধর্মাবলম্বী শেখ গদাইকে সদর - উস - সুদুরের পদে নিয়াোগ করেন। এইভাবে বৈরামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমে ওঠে। আকবরের ধাত্রীমাতা মহম আনাগা ও তার পুত্র বৈরামের বিরুদ্ধে আকবরকে প্রভাবিত করেন। তাছাড়া আকবর বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি নিজ হাতে ক্ষমতা নিতে ব্যগ্র হন। এই সময় বৈরাম খানের কর্তৃত্ব - বিরাোধী চক্রটি ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আকবরের ধাত্রীমাতা মহম আনাগা ও তার পুত্র আদম খান এই চক্রের নেতৃত্ব দেন। সম্ভবত এই কাজে আকবরের মাতা হামিদাবানুর সমর্থন ও মদত ছিল। কারণ হামিদাবানু কাবুল থেকে দিল্লিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাম – বিরোধী চক্র তৎপর হয়ে উঠেছিল। হামিদাবানু চেয়েছিলেন , তাঁর পুত্র আকবর সার্বভৌম সম্রাটের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা ভাোগ করুক।

আকবর বৈরামের আচরণ তীক্ষভাবে লক্ষ্য করছিলেন। বৈরাম , পীর মহম্মদকে তার পদ থেকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে সেই পদে জনৈক শিয়া ধর্মাবলম্বী পারসিককে নিয়াোগ করলে আকবর একটি ফর্মান জারী করে বৈরাম খানকে পদচ্যুত করেন। সকল অভিজাত কর্মচারিদের দিল্লিতে এসে তার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য জানাতে নির্দেশ দেন। বৈরাম খান , সম্রাটের এই দৃঢ়তার সামনে বাধাদান নিষ্ফল জেনে পদত্যাগ করেন। বৈরাম মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে সাম্রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আকবর পীর মহম্মদকে নিয়াোগ করেন। কিন্তু বৈরাম এতে অপমানিত বাোধ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিছুদিন পরে বৈরাম বশ্যতা স্বীকার করেন। সম্রাট তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মক্কা যাত্রার অনুমতি দেন। পথিমধ্যে গুজরাটের পাটানে জনৈক আফগান পূর্ব শত্রুতাবশত বৈরামকে ৩১ শে জানুয়ারি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করে। বৈরামের বিধবা পত্নী সেলিমা বেগমকে আকবর বিবাহ করেন। বৈরামের পুত্র আবদুর রহিমকে আকবর পুত্রবৎ পালন করেন। পরবর্তীকালে তাঁকে উচ্চ সামরিক পদে নিয়গ করেন এবং 'খান - ই - খানান ' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে , তৈমুর বংশের দুঃসময়ে যে বৈরাম খান তাদের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন ; আকবরের শৈশবকালে যে বৈরাম খান একনিষ্ঠভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সেবা করেন , তাঁর প্রতি আকবর নায্য ব্যবহার করেন নি। বৈরামের বিরোধী পক্ষ তাকে অপমানিত করে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। নবীন সম্রাট এই স্বার্থপর লোকেদের কথায় প্রভাবিত হয়ে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারির প্রতি অবিচার। করেন। আকবরের উচিত ছিল বৈরাম খানের প্রতি যথাযাোগ্য মর্যাদা দেখিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা। এর অভাবে তার মহানুভবতা ক্ষুন্ন হয়েছে। ঐতিহাসিক উলসি হেগ মন্তব্য করেছেন যে , আকবর তার সিংহাসনের জন্য মূলত বৈরাম খানের কাছে ঋণী। এটা অস্বাভাবিক নয় যে , আকবরের মতো শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান যুবক সম্রাট তার অভিভাবকের কাছ থেকে স্বাধীন ক্ষমতা চাইবেনই ; কিন্তু আকবরের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। কারণ আকবর তখনও সমগ্র সাম্রাজ্য নিজ হাতে শাসন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তা না করে তিনি পরবর্তী চার বছর (১৫৬০-৬৪ খ্রিঃ) রাজ

অন্তঃপুরের একটা চক্র দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন ।

সম্ভাব্য প্রশ্ন:--

1) বৈরাম খান কে ছিলেন ?
2) বৈরাম খানের কৃতিত্ব লেখ।
3) বৈরাম খানের পতনের কারণ কি ?
4) আকবর কি বৈরামের প্রতি সঠিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?